উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-২

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আমিরুল মুমিনিন

আবদুল্লাহ

ইবনু জুবায়ের রা.

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-২

আমিরুল মুমিনিন

আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.

মূল : **ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি**

অনুবাদ

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ

মহিউদ্দিন কাসেমী

সম্পাদক

সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৯০, US $ 15. UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96712-9-9

Abdullah Ibn Jubair Ra.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, 'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস' সিরিজের দ্বিতীয় বই *আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.* গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। কাজটি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে আজ পূর্ণাঙ্গ সিরিজ আপনাদের হাতে।

মোট পাঁচ খণ্ডে সিরিজটি আমরা প্রকাশ করেছি। প্রতিটি খণ্ডের নামও ভিন্ন ভিন্ন রেখেছি এবং আলোচনাও সংশ্লিষ্ট খলিফার রেখেছি, যাতে পাঠক চাইলে যেকোনো খণ্ড আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এই খণ্ডে একাধিক খলিফা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটির মূল ভূমিকা পরেই 'উমাইয়া রাজবংশের ঐতিহাসিক শিকড়' নামে দীর্ঘ আরেকটি ভূমিকা আছে। এটা পড়লে পাঠক উমাইয়াদের পরিচিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন। যদিও এটি এই সিরিজের প্রথম বই *মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.* গ্রন্থটির শুরুতে দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু অসাবধানতাবশত না দেওয়ায় এটা এখানে রেখেছি, যাতে পুরো বইয়ের কোনোকিছু বাদ না পড়ে।

মুআবিয়া রা.-এর পর খলিফা হন ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁর জীবনীর ওপর দীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর খলিফা হন মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ। লেখক ধারাবাহিকভাবে তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন। এরপর খলিফা হন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.। গ্রন্থটিতে তাঁর আলোচনা সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে। এরপর স্থান পেয়েছে মারওয়ান ইবনুল হাকামের আলোচনা। এ ছাড়া নবিদৌহিত্র হুসাইন ইবনু আলি রা.-সহ সংশ্লিষ্ট অনেকের আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটির লেখক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.-এর জীবনীকে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তাই আমরাও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রেখেছি। তবে এতে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়াসহ আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আগ পর্যন্ত সব খলিফার জীবনী ধারাবাহিকভাবে রেখেছি।

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস সিরিজের খণ্ডগুলোর নাম :

১. মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান।
২. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.।

৩. আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান।

৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.।

৫. উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসিদের উত্থান।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ও মহিউদ্দিন কাসেমী। তাঁরা দুজনই যোগ্য ও দক্ষ অনুবাদক। আল্লাহ তাঁদের কাজে বরকত দিন। ভূমিকা থেকে নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আগ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ। আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের অধ্যায় অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দিন কাসেমী।

সম্পাদনা করেছেন সালমান মোহাম্মদ। সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুতিউল মুরসালিন। সহযোগিতা নিয়েছি আবদুল্লাহ আরাফাতেরও। সবার শেষে আমি নিজে আদ্যোপান্ত গুরুত্বসহকারে পড়েছি।

আমাদের প্রতিটি কাজের মতো এটাতেও আমাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি বিন্যাস করা হয়েছে। বিশেষ করে 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে তাঁর সংঘাত' শিরোনামের পরিচ্ছেদটি অধিক প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমরা *আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান* খণ্ডে সংযুক্ত করে দিয়েছি। যদিও পরিচ্ছেদটি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আলোচনার সঙ্গেও প্রাসঙ্গিক। আর একই আলোচনা একাধিক খণ্ডে হুবহু থাকা পাঠকের জন্য নিশ্চয় বিরক্তিকর হবে; আবার বইয়ের কলেবরও বেড়ে যাবে; এ বিষয়টিও এখানে আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

আমি আবারও মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। কাজের সঙ্গে জড়িত সবার কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে উপযুক্ত বদলা দান করুন।

আমাদের কাজে কোনো ভুলত্রুটি নজরে পড়লে অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সংশোধন করব।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১ জুন ২০২২

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১১

উমাইয়া রাজবংশের ঐতিহাসিক শিকড় # ১৬

এক : হাশিমি ও উমাইয়াদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস ১৬
দুই : ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে বনু উমাইয়ার অবস্থান ২০
তিন : ইসলামের সূচনাতেই বনু উমাইয়ার অনেকে ইসলামগ্রহণ করেন ২৩
চার : বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ২৪

প্রথম অধ্যায়

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও তাঁর খিলাফতকাল # ২৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশধারা, উপনাম, বেড়ে ওঠা, জীবন ও খিলাফত # ২৭

এক : নাম, বংশধারা ও উপনাম ২৭
দুই : জন্ম ও বেড়ে ওঠা ২৭
তিন : স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি ৩২
চার : কনস্টান্টিনোপল অভিযান : পিতার শাসনামলে ইয়াজিদের উল্লেখযোগ্য কাজ ৩৩
পাঁচ : ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার প্রধানতম গুণাবলি ৩৬
ছয় : ইয়াজিদের বায়আত ৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুসাইন ইবনু আলির বিদ্রোহ # ৪৪

এক : নাম, বংশ ও ফজিলত ৪৪
দুই : কুফাযাত্রার কারণ ও এ ব্যাপারে ফাতওয়া ৪৫

তিন : কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত : সাহাবি-তাবিয়িদের নসিহত ও মতামত ৪৮
চার : কুফার ব্যাপারে ইয়াজিদের অবস্থান ৫৮
পাঁচ : মুসলিম ইবনু আকিল ও তাঁর সহযোগীদের ব্যাপারে ইবনু জিয়াদের পদক্ষেপ ৬০
ছয় : হুসাইনের কাছে ইবনু আকিলের শাহাদাতের সংবাদ ও ইবনু জিয়াদের অগ্রবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৬৯
সাত : চূড়ান্ত যুদ্ধ ও শাহাদাত ৭৬
আট : হুসাইনের পক্ষে কিছু ব্যক্তির চমকপ্রদ অবস্থান ৭৯
নয় : হুসাইনের হত্যার ব্যাপারে ইয়াজিদের অবস্থান এবং তাঁর সন্তানসন্ততির সঙ্গে আচরণ ৮৩
দশ : হুসাইন-পরিবারের মদিনায় আগমন ৮৫
এগারো : হুসাইনের হত্যায় দায় কার ৮৬
বারো : ইয়াজিদ সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য ও এর বিধিবিধান ৯১
তেরো : হুসাইনের হত্যা-সংক্রান্ত বানোয়াট কিছু বর্ণনা ৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা # ১০১

এক : আশুরার দিন ১০১
দুই : বিপদের সময় ইসলামের শিক্ষা ১০৭
তিন : হুসাইনের মাথা দাফন ১১৭
চার : শিয়াদের দৃষ্টিকোণে ইমামদের কবর পবিত্র মনে করা এবং হুসাইনের কবর জিয়ারত করা ১২৪
পাঁচ : শরিয়তের নিক্তিতে হুসাইনের কুফাগমন ১৩৪
ছয় : হুসাইনকে নিয়ে কিছু স্বপ্ন ১৩৮
সাত : রাসুলের জবানে হুসাইন-হত্যার সংবাদ ১৪০
আট : হত্যাকারীদের থেকে আল্লাহর প্রতিশোধ ১৪০
নয় : কারবালার ঘটনা ও ইসলামের শত্রুবাহিনী ১৪১
দশ : হুসাইনের শাহাদাত : শিয়াদের আদর্শিক ইতিহাস পরিবর্তনের সূচনা ১৪২
এগারো : হুসাইনের দুআ ১৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাররার যুদ্ধ : ৬৩ হিজরি # ১৪৬

এক : মদিনার প্রতিনিধিদল দামেশকে ইয়াজিদের সাক্ষাতে ১৪৬

দুই : মদিনায় বিদ্রোহবিরোধী আলিমদের অবস্থান ১৪৭
তিন : হাররার যুদ্ধ ১৫৬
চার : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, উপদেশ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজন ১৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদের আমলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আন্দোলন # ১৭৩

এক : ইবনু জুবায়ের অবস্থানগ্রহণের জন্য মক্কাকে কেন বেছে নিলেন ১৭৩
দুই : ইবনু জুবায়ের ও তাঁর সহযোগীদের বিদ্রোহের কারণ ১৭৪
তিন : ইবনু জুবায়েরকে অনুগত করতে শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা ১৭৬
চার : ইবনু জুবায়েরের বিরুদ্ধে ইয়াজিদের সশস্ত্র অভিযান ১৮২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যু
ও মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত # ১৯২

এক : ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যু ১৯২
দুই : মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত ১৯২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের শাসনকাল # ১৯৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশপরিচয়, প্রতিপালন ও বায়আতের বিবরণ # ১৯৯

এক : নাম ও বংশপরিচয় ১৯৯
দুই : জন্ম ও রাসুলের হাতে বায়আত ১৯৯
তিন : আবদুল্লাহর পিতা জুবায়ের ইবনুল আওয়াম ২০০
চার : ইবনু জুবায়েরের মা আসমা বিনতুস সিদ্দিক ২০১
পাঁচ : ইবনু জুবায়েরের স্ত্রী ও সন্তান ২০৫
ছয় : আবু বকর, উমর, উসমান, আলি ও মুআবিয়ার শাসনামলে ইবনু জুবায়েরের অবস্থান ২০৬
সাত : আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ ২১১
আট : ইবনু জুবায়েরের খিলাফতের বায়আত ২১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনু জুবায়েরের বিরুদ্ধে মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ # ২২৮

এক : তাঁর নাম, বংশপরিচয় এবং ইবনু জুবায়েরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগে তাঁর অবস্থান ২২৮

দুই : শামে ইবনু জুবায়েরের অনুসারীদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত, জাবিয়া সম্মেলনের গুরুত্ব ও মারজে রাহিতের যুদ্ধ ২৩০

তিন : মিসরের উমাইয়া সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং ইরাক ও হিজাজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ২৩৭

চার : আবদুল মালিককে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও মারওয়ানের তিরোধান ২৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের অধ্যায়ের ইতি # ২৪৩

এক : ইবনু জুবায়েরের ওপর শেষ অবরোধ আরোপের আগে বনু উমাইয়ার হিজাজ দখলের প্রয়াস ২৪৩

দুই : দ্বিতীয় অবরোধ ও ইবনু জুবায়েরের খিলাফতের পতন ২৪৫

তিন : ইবনু জুবায়েরের খিলাফত পতনের কারণসমূহ ২৬২

চার : ইবনু জুবায়েরের শোকগাথা ২৭০

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ বলেন,

> ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

তিনি আরও বলেন,

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা আপনার জন্য, যা আপনার মহান সত্তা ও মহাশক্তির উপযোগী। সব প্রশংসা আপনার জন্যই, আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত; সন্তুষ্টির সময় এবং সন্তুষ্টি-পরবর্তী সময়ও। আপনার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সব প্রশংসাই

আপনার জন্য। সব স্তুতিবাক্যও আপনার জন্যই নিবেদিত, যা আপনার বড়ত্বের উপযুক্ত। তাবৎ মহিমা-গৌরবও আপনার জন্য, যা আপনার গৌরব ও বড়ত্বের যোগ্য।

খিলাফতে রাশিদার পর অনেক বছর ধরে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন বনু উমাইয়ার শাসকরা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার রচিত উমাইয়া খিলাফতের দ্বিতীয় অংশ। এই খণ্ডে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া থেকে নিয়ে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা., মারওয়ান ইবনুল হাকামের আলোচনা স্থান পেয়েছে। উমাইয়াদের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন ইসলাম ও বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসের সুপরিচিত, আলোচিত-সমালোচিত ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর সম্পর্কে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো, মুআবিয়া-পরবর্তী ইয়াজিদের আমলের ইতিহাস। তবে প্রসঙ্গক্রমে শুরুতে ইয়াজিদের ব্যক্তিগত পরিচয়, বেড়ে ওঠা, শিক্ষাদীক্ষা, স্ত্রী-সন্তান, প্রধানতম গুণাবলি, খিলাফত লাভ এবং বাবার শাসনামলে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইয়াজিদের বায়আত প্রসঙ্গে হুসাইন ইবনু আলি ও আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। এরপর হুসাইন ইবনু আলির কুফাগমনের কারণ, এ সম্পর্কিত সাহাবি ও তাবিয়িদের উপদেশ, কুফার ঘটনা সম্পর্কে ইয়াজিদের অবস্থান, মুসলিম ইবনু আকিল ও তাঁর সমর্থকদের হত্যায় উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। কারবালার মর্মান্তিক যুদ্ধ এবং হুসাইনের শাহাদাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণ করেছি। হুসাইনের শাহাদাতের পর তাঁর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অবস্থান এবং তাঁর পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গে ইয়াজিদের আচরণ কেমন ছিল, তা-ও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি নির্ভরযোগ্য সূত্রে।

আরও আছে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর প্রতি অভিসম্পাত করা যাবে কি যাবে না—তার সন্তোষজনক উত্তর। পাশাপাশি হুসাইনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে যত ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কল্পকাহিনি আর তথাকথিত ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেসবের অসারতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর ইতিহাসের এই কালো অধ্যায় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোকপাত করেছি। তন্মধ্যে রয়েছে আশুরা সম্পর্কে রাসুল ﷺ-এর নির্দেশনা, বিপদের সময় ইসলামের শিক্ষা, হুসাইনের মাথা দাফন সম্পর্কে তথ্যবহুল পর্যালোচনা, ইমামদের কবর পবিত্র মনে করা এবং হুসাইনের কবর জিয়ারত সম্পর্কে ইসলামের বিধান, ইসলামে কবর জিয়ারতের নির্দেশনা, কবরের উপর ঘর ও মসজিদ নির্মাণের

বিধান এবং হুসাইনের আন্দোলন ও কারবালার ঘটনা নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

এরপর হাররার যুদ্ধ, হাররা-পরবর্তী মদিনায় উমাইয়াদের লুটতরাজ এবং ইয়াজিদের আমলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের অবস্থান ও কর্মতৎপরতার চিত্রায়ণ করেছি। ইবনু জুবায়ের তাঁর আন্দোলন পরিচালনার জন্য মক্কাকে কেন বেছে নিয়েছেন, তার কারণ এবং তাঁকে অনুগত করতে ইয়াজিদের শান্তিপূর্ণ এবং সশস্ত্র প্রচেষ্টা কেমন ছিল, তা-ও সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছি। ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে ইয়াজিদবাহিনীর যুদ্ধ, মিনজানিক নিক্ষেপণ, পবিত্র কাবায় অগ্নিকাণ্ড, ইয়াজিদের হঠাৎ মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা আছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

ইয়াজিদের পরে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফতলাভ, তাঁর শাসনামলের সময়সীমা এবং শুরাব্যবস্থার মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের কথা বলে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ও তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী গোলযোগপূর্ণ অবস্থার ইতিহাস তুলে ধরেছি।

গ্রন্থটিতে আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আমি আলোচনার সূচনা করেছি তাঁর নাম, উপাধি, বেড়ে উঠা ও গরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে। তুলে ধরেছি তাঁর জন্মকালীন ঘটনাবলি ও রাসুল ﷺ-এর হাতে তাঁর বায়আতের বিবরণ। লিখেছি তাঁর পিতা জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের পরিচয় ও মা আসমা বিনতুস সিদ্দিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উল্লেখ করেছি ইসলামি ইতিহাসে আসমার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। এর পাশাপাশি ইবনু জুবায়েরের সন্তান ও স্ত্রীদের বিবরণ তুলে ধরেছি। আরও তুলে ধরেছি ইবনু জুবায়েরের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ফিকহশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য, ইবাদত, তাকওয়া, সাহসিকতা, বাগ্মিতা ও দানশীলতার বিস্ময়বিভা। তাঁর ব্যাপারে কৃপণতার যে অভিযোগ তোলা হয়, তারও অপনোদন করেছি। কৃপণতা ও মুসলিমদের সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের তফাত তুলে ধরে সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটিতে আমি আলোচনা করেছি আবু বকর, উমর, উসমান, আলি ও মুআবিয়ার শাসনামলে ইবনু জুবায়েরের ভূমিকা। ইয়ারমুকের প্রান্তরে তাঁর কর্মনিষ্ঠা। উসমান রা-এর শাসনামলে কুরআনুল কারিম সংকলনে অংশগ্রহণ। উত্তর-আফ্রিকায় জিহাদে যোগদান। ইয়াওমুদ দারে উসমানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার বিবরণ। জামালযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ও কনস্টান্টিনোপল অভিমুখী ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণের আখ্যান।

এরপর উল্লেখ করেছি মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের যুগে ইবনু জুবায়েরের রাজনৈতিক গতিবিধির বিবরণ। কীভাবে ইয়াজিদের বায়আত সম্পন্ন হয়। কীভাবে তিনি নিজের কর্মদক্ষতায় শামবাসীর হৃদয় জয় করেন। আলোচনা করেছি, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের কর্তৃক ইয়াজিদের বায়আত প্রত্যাখ্যান ও মক্কায় অবস্থানের কথা। মক্কাকে আন্দোলনের কেন্দ্র নির্বাচন এবং তাঁর বিদ্রোহের কারণসমূহ। এর পাশাপাশি এঁকেছি ইবনু জুবায়েরের সমর্থন পেতে ইয়াজিদের শান্তিপূর্ণ প্রয়াসের চিত্র। বাদ পড়েনি এই লক্ষ্যে তাঁর পরিচালিত সামরিক পদক্ষেপসমূহের উল্লেখও। আর এরই ধারাবাহিকতায় উঠে এসেছে আমর ইবনু জুবায়ের ও হুসাইন ইবনু নুমায়েরের অভিযান এবং ইবনু জুবায়েরের অবরুদ্ধ হওয়া ও বায়তুল্লাহে অগ্নিসংযোগের উপাখ্যান।

এরপর উল্লেখ করেছি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের হাতে মুসলিমবিশ্বের বায়আত সম্পন্ন হওয়ার বিবরণ। পাশাপাশি তুলে ধরেছি তাঁর খিলাফতের বিরুদ্ধে মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ এবং শামে মারওয়ান কর্তৃক ইবনু জুবায়েরের অনুসারীদের খতম করার উপাখ্যান। তুলে ধরেছি জাবিয়া সম্মেলন ও মারজে রাহিতযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিবরণ। মারওয়ান কর্তৃক মিসরকে উমাইয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্তকরণ ও ইরাক-হিজাজ দখলের হালচাল।

এরপর আমি উল্লখ করেছি মারওয়ানের মৃত্যু ও তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের খিলাফতের মসনদে আরোহণের ইতিবৃত্ত। ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে আবদুল মালিকের সংঘাতের সূত্র-চিত্র। তাওয়াবিন আন্দোলন ও মুখতার ইবনু আবু উবায়েদ সাকাফির বিপ্লবের মতো সামসময়িক আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর পরিচালিত পদক্ষেপসমূহের প্রতিবেদন।

তুলে ধরেছি ইবনু জুবায়েরের অবরুদ্ধ হওয়া ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। তাঁর খিলাফতের সমাপ্তির উপাখ্যান ও পতনের কারণসমূহ।

শুরু ও শেষে সব প্রশংসা তাঁর জন্যই—তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণের অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত করেন, যেন গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান আমি আমার পুণ্যের পাল্লায় পেয়ে যাই। এ কাজে যে-সকল ভাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যেন তাঁদেরও উত্তম প্রতিদান দেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি পাঠক ও মুসলমান ভাইয়ের কাছে আবেদন, তাঁদের দুআয় যেন আমাকে ভুলে না যান।

হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার

> সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল : ১৯]

আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তাওবা করছি। আর আমাদের শেষকথা—সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

মহান রবের ক্ষমার ভিখারি—
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

উমাইয়া রাজবংশের ঐতিহাসিক শিকড়

উমাইয়া ইবনু আবদু শামস ইবনু আবদু মানাফের সঙ্গে উমাইয়াদের বংশ সম্বন্ধযুক্ত। আবদু মানাফ পর্যন্ত গিয়ে বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম একীভূত হয়ে যায়। মক্কার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভার বনু আবদু মানাফের কাঁধে ছিল। এ ব্যাপারে কুরাইশের অন্যান্য উপবংশের লোকেরা তাদের বিরোধিতা করত না। সকল কুরাইশ দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল।১

এক. হাশিমি ও উমাইয়াদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস

আবদু মানাফ ইবনু কুসাইয়ের সন্তানরা তাদের চাচা আবদুদ দার ইবনু কুসাইয়ের সন্তানদের সঙ্গে মক্কার নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ করে আসছিলেন। কুসাইয়ের ছেলেদের মধ্যে আবদুদ দার ছিলেন মর্যাদা ও গুণাবলিতে অন্য ভাইদের চেয়ে পিছিয়ে; তা সত্ত্বেও পিতা কুসাই তাকেই অন্য সবার ওপর অগ্রাধিকার দেন। কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণ, পতাকাধারণ, হাজিদের পানি পান করানো এবং মেহমানদারির দায়িত্ব তার ওপরেই ন্যস্ত করেন। এ ব্যাপারে কুসাইয়ের অপর ছেলে আবদু মানাফের সন্তানরা আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন উমাইয়ার পিতা আবদু শামস। কারণ, তিনি ছিলেন আবদু মানাফের বড় ছেলে। এভাবে কুরাইশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—আবদুদ দার গ্রুপ ও আবদু মানাফ গ্রুপ। অনেক দিনের বিবাদ মেটাতে উভয় দল দায়িত্ব ভাগাভাগি করার ওপর সম্মত হয়। আবদু মানাফের সন্তানরা হাজিদের পানি পান করানো ও মেহমানদারির দায়িত্ব পান। আর কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণ, পতাকা ধারণ ও সভা আয়োজনের দায়িত্ব আবদুদ দারের সন্তানদের হাতেই থেকে যায়।

আবদু মানাফের সন্তানদের মধ্যে হাজিদের পানি পান করানো ও মেহমানদারির কাজের দায়িত্বশীল নির্বাচিত হন আবদু মানাফের ছেলে হাশিম। কারণ, তার বড় ভাই আবদু শামস অধিকাংশ সময় সফরের কারণে মক্কার বাইরে থাকতেন। তদুপরি আর্থিকভাবে তিনি খুব বেশি সচ্ছল ছিলেন না এবং তার পরিবারে সদস্যসংখ্যাও বেশি

১ *আন-নুজুমুল আওয়ালি* : ৩/২।

ছিল। অপরদিকে আবদু শামস ছিলেন বেশ সচ্ছল।[২] এভাবে কুরাইশের প্রথম নেতা কুসাইয়ের একক সার্বভৌমত্বের পরে মক্কার আধিপত্যে বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বগুণের চেয়ে অর্থনীতির ভূমিকা প্রাধান্য পায়।[৩]

নেতৃত্ব নিয়ে বনু আবদু মানাফের মধ্যে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব ছিল না। একসঙ্গে তারা মক্কা ও এর বাইরে ব্যবসাকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[৪] তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি ছিল অসাধারণ। তাদের মৃতদের জন্য কবিরা সম্মিলিত শোকগাথা; আর জীবিতদের জন্য রচনা করতেন স্তুতিকাব্য।[৫] এভাবে জাহিলি যুগে আরবীয় জীবননীতির দাবি অনুসারে এক পিতার সন্তানরা যথাসম্ভব পরস্পর সহযোগী ও একতাবদ্ধ হয়ে থাকত।[৬]

সুতরাং যেসব বর্ণনায় বনু হাশিম এবং বনু আবদু শামস ও বনু উমাইয়ার মধ্যে কঠিন শত্রুতার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা নিতান্তই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এসব বর্ণনায় বলা হয়েছে, হাশিম ও আবদু শামস জোড়া লাগানো অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে দুজনকে তরবারি দিয়ে কেটে আলাদা করা হয়। এ কারণেই দুজনের সন্তানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ লেগে থাকত![৭] এটা কুড়িয়ে পাওয়া একটা বর্ণনা, যার কোনো বর্ণনাকারী নেই। এটা যে সম্পূর্ণ অসার, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা, তা প্রমাণের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। বর্ণিত গল্পটাই তার জন্য যথেষ্ট। তা ছাড়া ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী আবদু শামস আবদু মানাফের সন্তানদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। হাশিম তার সঙ্গে জোড়া লাগা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেননি।[৮] যে দুই বর্ণনায় হাশিম ও উমাইয়া ইবনু আবদু শামসের মধ্যে এবং আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ও হারব ইবনু উমাইয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা বর্ণিত হয়েছে শিয়া বর্ণনাকারী কুখ্যাত মিথ্যুক হিশাম আল কালবি থেকে। সে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছে।

যেহেতু এসব বর্ণনা—যেগুলোর অসারতা স্পষ্ট—পরবর্তী সময়ে সংঘটিত উমাইয়া-হাশিমি দ্বন্দ্বকে যুগ যুগ ধরে চলমান দ্বন্দ্ব বলে পরিচয় দেওয়ার কাজে আসে, তাই বর্ণনাকারীরা সেসবের ঐতিহাসিক ভিত্তি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করেছেন এবং

---

[২] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/১৩৭-১৩৮।
[৩] *আল-হিজাজু ওয়াদ দাওলাতুল ইসলামিয়া* : ৮৭।
[৪] *তারিখুত তাবারি* : ২/২৫২।
[৫] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/১৪৪-১৪৮।
[৬] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১২২।
[৭] *আন-নিজা ওয়াত তাখাসুম*, মাকরিজি : ১৮১।
[৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/১৩৭।

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত দুই গোত্রের ঐতিহাসিক সুসম্পর্ককে মিথ্যা সাব্যস্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৯]

দুই গোত্রের মধ্যে যে সুসম্পর্ক ছিল, তা উল্লেখ করে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খালদুন বলেন, কুরাইশে বনু আবদু মানাফের আলাদা মর্যাদা ছিল। কুরাইশের কেউই তাদের সে মর্যাদাকে অস্বীকার করত না। বনু আবদু মানাফের দুই শাখা বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম নিজেদের আলাদা আলাদা পরিচয় না দিয়ে বনু আবদু মানাফ হিসেবে পরিচয় দিতেই অধিক স্বস্তি পেত। কুরাইশ অকুণ্ঠচিত্তে তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল; তবে সংখ্যায় বনু উমাইয়া বনু হাশিমের চেয়ে বেশি ছিল। সংখ্যাধিক্যের বিচারে মানমর্যাদা তাদেরই বেশি ছিল। যেমন : কবি বলেন, 'মর্যাদা তো অধিকাংশের জন্যই...।'[১০]

ইবনু খালদুন বনু উমাইয়ার যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সম্ভবত তা প্রকাশ পেয়েছিল রাসুলের নবুওয়াতের কিছুকাল আগে, যখন আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমের—যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা হাশিমের মর্যাদা ও নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন—ইনতিকাল হয় এবং আবু সুফিয়ান ইবনু হারব নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায় একই কথা বলেছেন মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করে, 'আপনাদের মধ্যে কারা উত্তম? আপনারা (বনু উমাইয়া) নাকি বনু হাশিম?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদাবান লোকের সংখ্যা অধিক ছিল, তবে তাদের মর্যাদাবানরা আমাদের মর্যাদাবানদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান ছিলেন। যেমন : তাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন, আমাদের কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। যেহেতু মর্যাদাবানদের সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে আমরা সেরা ছিলাম এবং মর্যাদার বিচারে তারা সেরা ছিলেন, তাই সার্বিকভাবে আমরা উভয় গোত্র সমান মর্যাদার ছিলাম। কিন্তু যখন তাদের থেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবির আগমন ঘটল, তখন মর্যাদার ময়দানে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ি। কারণ, যে মর্যাদা তাঁরা লাভ করেছে, তা অর্জনের সাধ্য তো কারও নেই!'[১১]

তবে যা-ই বলি না কেন, ইসলামপূর্ব যুগে মক্কার জীবননীতির আলোকে দেখলে জাহিলি যুগে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আশঙ্কা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব-বিবাদ হয়ে থাকতে পারে, তবে তা ছিল ভাই-ভাইয়ের সাময়িক ঝগড়ার মতো। রক্তক্ষয়ী শত্রুতা ছিল না, যেমনটা সীমালঙ্ঘনকারীরা বলে থাকে।[১২]

---

[৯] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১২২-১২৩।

[১০] *তারিখু ইবনি খালদুন* : ৩/২।

[১১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৮/১৩৮।

[১২] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১২৩।

আমাদের কাছে ঐতিহাসিক এমন কতক সাক্ষ্য আছে, যা বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার শক্তিশালী সুসম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। যেমন : বনু হাশিমের নেতা আবদুল মুত্তালিব এবং বনু উমাইয়ার নেতা হারব ইবনু উমাইয়া—দুজন দুজনের খুব ভালো বন্ধু ছিলেন। অনুরূপভাবে আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিমের সঙ্গে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ইবনু উমাইয়ার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণের ঘটনায় আব্বাস রা.-এর ভূমিকা তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে *মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান* গ্রন্থে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, যে মাকরিজি কথিত হাশিমি-উমাইয়া দ্বন্দ্ব সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই তিনিই আব্বাস ও আবু সুফিয়ানের গভীর বন্ধুত্বকে অকপটে স্বীকার করেছেন। যেহেতু দুই গোত্রের নেতাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল এবং উভয় গোত্র একই পিতা তথা আবদু মানাফ ইবনু কুসাইয়ের সন্তান, তাই ইসলামের পরে দুই গোত্রের মধ্যে সংঘটিত বিবাদকে প্রাক-ইসলাম যুগ থেকে চলে আসা বিবাদের অংশ মনে করা নিছক ধারণা ছাড়া কিছু নয়। এর পেছনে ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই।[১৩]

আন-নিজাউ ওয়াত তাখাসুম ফি মা বাইনা বানি উমাইয়াহ ওয়া বানি হাশিম নামক যে গ্রন্থটি মাকরিজির বলে দাবি করা হয়, এর একটি অক্ষরও তিনি লিখেছেন মনে করা বিবেকবান কোনো পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, মাকরিজির মতো খ্যাতিমান জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার এত নিম্নস্তরে নামতে পারেন না। গ্রন্থটি যিনি লিখেছেন, তিনি চরম পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক আবেগের উন্মাদনায় উন্মত্ত। ইতিহাসবিদ হওয়ার যোগ্যতা তো তার কাছে নেই-ই, জ্ঞানীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে অনুপস্থিত। এ গ্রন্থে তিনি শুধু ঘৃণার বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ আর ঘৃণাকেই করেছেন তার লেখার মূল বিষয়বস্তু। তবে ড. ইবরাহিম শাউত গ্রন্থটিকে মাকরিজির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।[১৪]

এ গ্রন্থের লেখক বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের দ্বন্দ্বকে জাহিলি যুগ থেকে চলে আসা পুরানো দ্বন্দ্ব বলে যে দাবি করেছেন, নিরপেক্ষ গবেষণা একে অসার ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। যারা বনু উমাইয়ার ইতিহাস থেকে শুধু মক্কায় ইসলামের বিরুদ্ধে আবু সুফিয়ানের অবস্থান এবং আলি ও মুআবিয়ার যুদ্ধের প্রতি তাকায়, তারা উমাইয়া-হাশিমি বিবাদকে ঐতিহ্যগত বিবাদ মনে করে, যেমনটা আক্কাদ মনে করেছেন। ইসলামের আগে ও পরে দুই পক্ষে সৃষ্ট কয়েকটি বিবাদের ঘটনাকে তারা এর প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। অথচ এগুলোর পেছনে ঐতিহাসিক শক্তিশালী কোনো প্রমাণ নেই। যে বর্ণনাগুলো তারা

[১৩] *আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল উমাবি* : ২-৫।

[১৪] *আবাতিল ইয়াজিবু আন-তুমহা মিনাত তারিখ* : ২০৯-২১৩।

প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, সেগুলোর কিছু কিছু সুস্পষ্ট বানোয়াট ও ভিত্তিহীন; আর কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যার আলোকে কুরাইশের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র বনু আবদু মানাফের দুই শাখায় পারস্পরিক শত্রুতা ছিল দাবি করা সম্ভব নয়।[১৫] ভুল বর্ণনা এবং ভিত্তিহীন কল্পকাহিনি বাদ দিয়ে নিরপেক্ষ গবেষণার আলোকে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কুরাইশের অন্য শাখাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যে স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল, বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের মধ্যেও একই রকম সম্পর্ক ছিল।

দুই. ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে বনু উমাইয়ার অবস্থান

ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে বনু উমাইয়ার অবস্থান ছিল কুরাইশের অন্যান্য শাখার অবস্থানের মতো। নতুন দাওয়াতের ব্যাপারে বনু মাখজুম ও বনু হাশিমরা যে অবস্থান নিয়েছিল, বনু উমাইয়া ঠিক তা-ই করেছিল। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তা হচ্ছে, ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে কুরাইশদের মধ্যে রাসুলের নিজের বংশ বনু হাশিমের কার্যনীতি। জাহিলি গোত্রপ্রীতির দাবি ছিল, বনু হাশিম এই নতুন দাওয়াতকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং শক্তি ও অর্থ দিয়ে নবিজিকে সহযোগিতা করবে। কারণ, এই দাওয়াত ছিল তাদের বংশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। এ জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা সত্যিই রাসুলের পাশে দাঁড়িয়েছিল। মক্কার সম্মিলিত কাফির সম্প্রদায় কর্তৃক একটি গিরিপথে বনু হাশিমকে আবদ্ধ করে রাখার ঘটনা এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তবে সার্বিকভাবে দেখলে বনু হাশিমের সবাই রাসুলের পাশে থাকেনি। কেউ সহযোগিতা করেছে, কেউ বিরোধিতা করেছে। কেউ ইমান এনেছে, কেউ অস্বীকার করেছে। ফলে এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা মক্কার অন্য গোত্রসমূহের চেয়ে মোটেই ভিন্ন নয়।

বনু হাশিমের কাফিরদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি নবিজিরই আপন চাচা আবু লাহাব। এই লোক দাওয়াতের সূচনা থেকে রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে ইসলামবিরোধিতায় লিপ্ত ছিল। শুধু যে বিরোধিতাই করেছে তা নয়; বরং নানা রকম ষড়যন্ত্র আর অসৎ উপায় অবলম্বন করে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে এবং লোকদের ইসলাম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে।[১৬] এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছে স্ত্রী উম্মু জামিল বিনতু হারব উমাবি এবং দুই ছেলে উতবা ও উতাইবা—যারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে পারিবারিক ঝামেলায় ব্যস্ত রাখতে তাঁর দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমকে তালাক দিয়েছিল।[১৭]

উতবা নবিজিকে কষ্ট দেওয়ার কাজে বেশি সক্রিয় ছিল। তার নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে

[১৫] *আল-মানাহিজুল ইসলামিয়া লি-দিরাসাতিত তারিখ*, ড. মুহাম্মাদ রাশাদ খলিল : ২৪।

[১৬] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ২/৬৪-৬৫; *আস-সিরাহ*, সাল্লাবি : ১/৪০৪।

[১৭] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ২/২১৯; *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া*, শাহিন : ১২৫।

তিনি তার জন্য বদ-দুআ করেছিলেন। ফলে কোনো এক সফরে সিংহের খাদ্য হয়ে তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।[১৮] রাসুলের বিরোধিতায় আবু লাহাব এতই কঠোর ছিল যে, কুরাইশ কর্তৃক রাসুলের পক্ষাবলম্বনকারীদের গিরিপথে আবদ্ধ রাখার ঘটনায় আপন গোত্র বনু হাশিমের সঙ্গে থাকেনি সে।[১৯] বদরযুদ্ধে রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হওয়ায় তার পরিবর্তে ৪ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে আস ইবনু হিশাম ইবনু মুগিরাকে পাঠিয়েছিল।[২০] কুফরি ও ইসলামবিরোধিতায় আবু লাহাব ছিল সবচেয়ে বড় নাম, তবে হাশিমিদের মধ্যে ইসলামের বিরোধিতা, রাসুল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সে একাই করেনি; বরং বদরযুদ্ধে বন্দি হওয়া মুশরিকদের মধ্যে বনু হাশিমের আরও অনেক লোক ছিল : আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব, আকিল ইবনু আবি তালিব, নাওফিল ইবনু হারিস এবং তাদের মিত্র উতবা ইবনু আমর ইবনু জাহদাম গং। রাসুল ﷺ কুরাইশের অন্য বন্দিদের থেকে যে পরিমাণ মুক্তিপণ নিয়েছিলেন, তাদের থেকেও তা-ই নিয়েছিলেন।

আরেক হাশিমি আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস ইবনু আবদুল মুত্তালিবও মুশরিকদের সঙ্গে বদরযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং হত্যা বা বন্দি না হয়ে নিরাপদে ফিরে যেতে পেরেছিল।[২১] সে ছিল রাসুলের আপন চাচাতো ভাই। হালিমা সাদিয়া রা. রাসুল ﷺ ও তাকে একসঙ্গে কয়েকদিন দুধ পান করিয়েছিলেন বিধায় রাসুলের দুধভাইও ছিল। রাসুলের সঙ্গে তার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে এমন কঠিন দুশমনি শুরু করে, যা অন্য কেউ কোনো দিন করেনি। বনু হাশিমের সঙ্গে গিরিপথেও থাকেনি। আজীবন রাসুল ﷺ ও সাহাবিদের গালমন্দ করেছে। রাসুল ﷺ এবং হিজরতের আগে যাঁরা ইমান এনেছিলেন, তাঁদের ওপর সে প্রকাশ্যে জুলুম-নির্যাতন করে বেড়াত।[২২]

রাসুল ﷺ সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছেন আপন চাচা আবু তালিবের তরফ থেকে। কুরাইশের পক্ষ থেকে রাসুলের ওপর আসা একের পর এক চাপ পরম স্নেহশীল পিতার মতো সামাল দিয়েছেন আবু তালিব। তবে অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমৃত্যু তিনি পূর্বপুরুষের ধর্মে অবিচল ছিলেন।[২৩]

রাসুলের আরেক চাচা আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিবও মক্কাতেই ছিলেন। নিতান্ত

---

[১৮] *আনসাবুল আশরাফ* : ১/১৩০-১৩১।

[১৯] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/৩৩৯।

[২০] প্রাগুক্ত : ২/১৮৩।

[২১] *তারিখুত তাবারি* : ২/৪৬২, ৪৬৫-৪৬৬।

[২২] *ফি ইখতিসারিল মাগাজি ওয়াস সিয়ার*, ইবনু আবদিল বার : ৪৪।

[২৩] *জাদুল মাআদ* : ২/৪৬; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/২৫৬।

বাধ্য হয়ে বদরযুদ্ধে কাফিরদের সঙ্গে যোগ দেন এবং বন্দি হন। গোপনে ইসলামগ্রহণ করলেও মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে রাসুল ﷺ মক্কা অভিমুখে রওনা হওয়ার আগে ইসলামের ঘোষণা দেননি এবং মদিনার উদ্দেশে হিজরতও করেননি।[২৪] তবে মক্কাতেই বনু হাশিমের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের জন্য বড় বড় অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যে আলি ইবনু আবি তালিব, হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব, জাফর ইবনু আবি তালিব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁরা অ-হাশিমিদের (যেমন : আবু বকর, উমর, উসমান রা.) সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের জন্য কুরবানি দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, তাঁরা হাশিমি গোত্রপ্রীতির কারণে ইসলামের পক্ষে অবস্থান নেননি; বরং মুসলিম হওয়ার কারণে ইসলামের জন্য কাজ করেছেন। অনুরূপভাবে হাশিমি নন এমন অনেক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ইসলামের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করেছেন; যা এ কথার সত্যিকার প্রমাণ যে, বিভিন্ন গোত্রের যে-সকল লোক ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন, তার পেছনে গোত্রপ্রীতি বা গোত্রীয় স্বার্থের কোনো ভূমিকা নেই।[২৫]

ইসলাম সম্পর্কে অবস্থানের ব্যাপারে বনু উমাইয়াকে আমাদের ইতিহাসবিদরা কুরাইশের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে উল্লেখ করেননি; বরং উমাইয়ার পিতা আবদু শামসের সন্তানদের সঙ্গে একীভূত করে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। গোটা বনু আবদু শামসকে একদল বিবেচনা করেছেন।[২৬] বস্তুত তারা ছিল এক পিতার সন্তান। পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্ক তাদের সামাজিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে তুলেছিল। এ কারণেই রাসুলের বিরুদ্ধে বনু উমাইয়ার শত্রুতার আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসবিদরা রাবিআ ইবনু আবদু শামসের দুই ছেলে—উতবা ও শায়বার নাম নিয়ে আসেন; অথচ তারা বনু উমাইয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার এ দুজনের সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব ও উকবা ইবনু আবু মুআইতকে উল্লেখ করে থাকেন। উকবা ইবনু আবু মুআইত ছিল কুরাইশের সবচেয়ে উদ্ধত লোক, যে রাসুলের পবিত্র মুখের ওপর থুথু ফেলেছিল! রাসুল ﷺ সালাত পড়া অবস্থায় তাঁর উপর উটের ভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছিল! তাঁর গলায় কাপড় প্যাঁচিয়ে শ্বাসরোধ করতে চেয়েছিল! পরে আবু বকর রা. এসে তাকে নিবৃত্ত করেছিলেন।[২৭] অবশ্য নিজের কৃতকর্মের শাস্তি সে ভোগ করেছে। বদরযুদ্ধে বন্দি হওয়ার পর রাসুলের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলামের প্রতি এত শত্রুতা সত্ত্বেও রাসুলের সঙ্গে তার আত্মীয়তার স্বীকৃতি দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত

[২৪] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ৪/১২।
[২৫] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১২৭।
[২৬] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ৩/৭০-৭১।
[২৭] *সাহিহ বুখারি* : ৩৬৮৭-৩৩৫৬।

হতো না।[২৮] বোঝা গেল, সে কথিত গোত্রীয় দ্বন্দ্বের কারণে রাসুলের বিরোধিতা করেনি।

বস্তুত ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে এমন অবস্থান শুধু বনু উমাইয়া বা বনু আবদু শামসেরই ছিল এমন নয়, তখনকার মক্কার অধিকাংশ কুরাইশের অবস্থানই ছিল এ রকম।[২৯]

অনুরূপ রাবিআর দুই ছেলে—উতবা ও শায়বার ইসলামবিরোধিতা তো সবার জানা; তা সত্ত্বেও রাসুল ﷺ যখন তায়িফে গিয়ে আহত হয়ে তাদের বাগানে আশ্রয় নেন, তখন তাঁর কঠিন অবস্থা দেখে তাদের হৃদয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক জেগে ওঠে। ফলে তারা আদাস নামের খ্রিষ্টান গোলামকে ডেকে বলে, 'আঙুরের এ থোকাটি একটি থালায় নিয়ে ওই লোকটিকে দিয়ে আসো; আর খেতে বলো।'[৩০]

তিন. ইসলামের সূচনাতেই বনু উমাইয়ার অনেকে ইসলামগ্রহণ করেন

ইতিহাসবিদরা যেভাবে বনু উমাইয়া ও বনু আবদু শামসের কথা একসঙ্গে আলোচনা করেছেন, তাদের সে নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললে আমরা একদম শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের দলে বনু উমাইয়া ও বনু আবদু শামসের অনেক লোক দেখতে পাই। প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত শুরু হওয়ার আগেই তাদের যাঁরা ইসলামগ্রহণ করেছেন, তাঁরা হলেন উসমান ইবনু আফফান ইবনু আবুল আস ইবনু উমাইয়া—ইসলামের একদম প্রথম দিকে আবু বকরের হাতে তিনি মুসলিম হন;[৩১] খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস ইবনু উমাইয়া—তিন বছর ধরে গোপনে ইসলাম প্রচারের সময়ে তিনি মুসলিম হন;[৩২] আবু হুজায়ফা ইবনু উতবা ইবনু রাবিআ ইবনু আবদু শামস। অনুরূপ তখন ইসলামগ্রহণ করেছেন বনু উমাইয়ার দুই মিত্র—আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ইবনু রিআব ও তাঁর ভাই আবু আহমাদ ইবনু জাহাশ। তাঁরা দুজন আবার রাসুলের ফুফু আমিমা বিনতু আবদুল মুত্তালিবের ছেলে।[৩৩]

হাবশার উদ্দেশে প্রথম হিজরতে উসমান ইবনু আফফান, তাঁর স্ত্রী নবিকন্যা রুকাইয়া, আবু হুজায়ফা ইবনু উতবা ইবনু রাবিআ, তাঁর স্ত্রী সাহলা বিনতু সুহাইল ইবনু আমরসহ বনু উমাইয়ার আরও অনেক মুসলমান শরিক ছিলেন।[৩৪] হাবশার দ্বিতীয় হিজরতেও বনু উমাইয়া ও তাদের মিত্রদের অনেকে শরিক ছিলেন। ড. হামদি শাহিন তাঁদের নামের

[২৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ২/২১২।
[২৯] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১২৭।
[৩০] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ১/২৯২-২৯৩।
[৩১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/২৬০।
[৩২] *তারিখুত তাবারি* : ২/৩১৮।
[৩৩] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/২৬২-২৬৩।
[৩৪] প্রাগুক্ত : ১/৩১৫।

দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইসলামের দাওয়াতের একদম শুরু থেকেই বনু উমাইয়ার অনেক লোক ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়ে ধন্য হন।[৩৫]

ইসলামগ্রহণ এবং ইসলামের জন্য আত্মত্যাগের ময়দানে বনু উমাইয়া ও বনু আবদু শামসের নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। উসমান ইবনু আফফানের সহধর্মিণী রামলা বিনতু শায়বা ইবনু রাবিআ ইসলামের সূচনা থেকেই মুসলমান ছিলেন এবং স্বামীর সঙ্গে মদিনায় হিজরত করেন। বদরযুদ্ধে নিজের পিতা, চাচা ও চাচাতো ভাই মুসলিমদের হাতে নিহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ইসলামে অবিচল ছিলেন, যা দেখে হিন্দ বিনতু উতবা রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, 'ধিক! শত ধিক সেই ধর্মত্যাগীকে, যে এখনো ধারণ করে আছে সেই জাতির দীন, যারা তার পিতাকে হত্যা করেছে! তোমার কানে কি পিতার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছায়নি?'[৩৬]

উম্মু কুলসুম বিনতু উকবা ইবনু আবু মুআইত হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মদিনায় হিজরত করেন। তবে বনু উমাইয়ার নারীদের ইসলামের জন্য আত্মত্যাগের সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হচ্ছে উম্মুল মুমিনিন উম্মু হাবিবা রামলা বিনতু আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ। ইসলামের একদম শুরুর দিকেই তিনি মুসলিম হন[৩৭] এবং স্বামীর (উবায়দুল্লাহ ইবনু জাহাশ) সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেন। তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান অংশে করা হয়েছে।

চার. বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক

বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, রেষারেষি ও শত্রুতা ছিল না। এ সম্পর্কিত যত বর্ণনা পাওয়া যায়, সবই ইসলামবিদ্বেষীদের ছড়ানো বানোয়াট কল্পকাহিনি। ইতিহাসের বাস্তবতা বলে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ গভীর সম্পর্ক ছিল। ভালো বোঝাপড়া ছিল। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা লালন করতেন এবং মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন। দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতেন। সুতরাং বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম ছিলেন একই পিতার সন্তান, একই দাদার নাতি, একই গাছের শাখা-প্রশাখা। ইসলামের আগে ও পরে তাদের সবাই একই কূপ ও স্বচ্ছ জলাধার থেকে পানি পান করেছেন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী, বিশ্বস্ত, শিক্ষক, অভিভাবক ও সর্বশেষ রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ আনীত আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ইসলাম থেকে উভয় গোত্র সমানভাবে উপকৃত হয়েছে। দু-পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব এত গভীর ছিল যে, তখনকার মক্কার মানুষ

[৩৫] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১৩১।

[৩৬] *নাসাবু কুরাইশ* : ১০৪, ১০৫।

[৩৭] *আত-তাবয়িন ফি আনসাবিল কারশিইয়িন* : ২০৯।

আবু সুফিয়ান ও আব্বাস রা.-এর বন্ধুত্বের উদাহরণ দিত।[৩৮]

দুই গোত্রের মধ্যে ভালো বন্ধুত্বের পাশাপাশি ইসলামের আগে ও পরে বৈবাহিক একাধিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাসুল ﷺ সবার চেয়ে এগিয়ে। তিনি তাঁর চার মেয়ের তিনজনকে বিয়ে দিয়েছেন বনু উমাইয়ার কাছে। এখানে বনু হাশিম ও উমাইয়ার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো :

১. উসমান ইবনু আফফান ইবনু আবুল আস ইবনু উমাইয়া। নবিকন্যা রুকাইয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর নবিজির অপর মেয়ে উম্মু কুলসুমের সঙ্গে তিনি বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন।

২. আবুল আস ইবনু রাবি আল উমাবি। নবি ﷺ মেয়ে জায়নাবকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সংসারে উমামা নামের এক কন্যাসন্তান জন্ম দিয়েছিলেন জায়নাব রা.। ফাতিমা জাহরার মৃত্যুর পর উমামাকে আলি ইবনু আবি তালিব রা. বিয়ে করেছিলেন।

৩. খাদিজা বিনতু আলি ইবনু আবি তালিব। আবদুর রাহমান ইবনু আমির ইবনু কুরাইজ আল উমাবির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।[৩৯]

৪. রামলা বিনতু আলি ইবনু আবি তালিব। মুআবিয়া ইবনু মারওয়ান ইবনু হাকাম তাঁকে বিয়ে করেন।[৪০]

৫. ফাতিমা বিনতু হুসাইন ইবনু আলি ইবনু আবি তালিব। আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু উসমান ইবনু আফফান তাঁকে বিয়ে করেন।[৪১]

বনু উমাইয়া ও বনু হাশিমের মধ্যে এ ধরনের দাম্পত্য সম্পর্কের ঘটনা আরও অনেক আছে। এখানে মাত্র পাঁচটি উল্লেখ করা হলো। অবশ্য বিবেকবান ও সত্যপ্রেমীদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।[৪২]

[৩৮] *আশ-শিআহ ওয়া আহলুল বাইত* : ১৪১।

[৩৯] *আল-আসমা ওয়াল মুসাহারাত বাইনা আহলিল বাইতি ওয়াস সাহাবা*, আবু মুআজ সাইয়িদ ইবনু আহমাদ আল ইসমাইলি : ২২-২৩।

[৪০] *নাসাবু কুরাইশ* : ৪৫; *জামহারাতু আনসাবিল আরাব* : ৮৭।

[৪১] *আল-আসমা ওয়াল মুসাহারাত বাইনা আহলিল বাইতি ওয়াস সাহাবা*, আবু মুআজ সাইয়িদ ইবনু আহমাদ ইসমাইলি : ২৫।

[৪২] *আশ-শিআহ ওয়া আহলুল বাইত* : ২২৪।

প্রথম অধ্যায়

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও তাঁর খিলাফতকাল

- নাম, বংশধারা, উপনাম, বেড়ে ওঠা, জীবন ও খিলাফত
- হুসাইন ইবনু আলির বিদ্রোহ
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা
- হাররার যুদ্ধ : ৬৩ হিজরি
- ইয়াজিদের আমলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আন্দোলন
- ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যু ও মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশধারা, উপনাম, বেড়ে ওঠা জীবন ও খিলাফত

এক. নাম, বংশধারা ও উপনাম

তাঁর নাম ইয়াজিদ। উপনাম আবু খালিদ। বংশধারা হচ্ছে—ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ইবনু সাখর ইবনু হারব ইবনু উমাইয়া ইবনু আবদু শামস আল কুরাইশি।[৪৩] তাঁর দাদি হিন্দা বিনতু উতবা ইবনু রাবিআ। হিন্দা ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী, প্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাশীল নারী। কাব্যে তাঁর ভালো দখল ছিল। মক্কাবিজয়ের দিন তিনি ইসলামগ্রহণ করেন।[৪৪] ইয়াজিদের মা মায়সুন বিনতু বাহদাল কালবিও কবি ছিলেন। আরবের মহিলা কবিদের বিশেষ একজন হিসেবে খ্যাত ছিলেন তিনি। ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী। তাঁর পিতা ছিলেন কালব গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি।[৪৫]

দুই. জন্ম ও বেড়ে ওঠা

উসমান রা.-এর খিলাফতকালে ২৬ হিজরিতে ইয়াজিদের জন্ম হয়।[৪৬] কথিত আছে; ইয়াজিদ ও আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের জন্ম একই বছরে—২৬ হিজরিতে।[৪৭] স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইয়াজিদের মায়ের জীবন কাটে যাযাবর বসতিতে। সেখানে মা ও মামাদের সঙ্গে তিনি লালিতপালিত হন। তাঁর মামারা ছিলেন কালব গোত্রের নেতৃস্থানীয়। শৈশবের এই পরিবেশ তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। ফলে তিনি বাগ্মিতা, বাক্‌শৈলী, বদান্যতা ও সাহসিকতায় অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ওঠেন।[৪৮] তাঁর জীবনাচারে বেদুইনরীতি স্থায়ী জায়গা করে

---

[৪৩] *আল-ইসতিআব* : ৩/১৪১৬; *তারিখুল খালিফা* : ১০।

[৪৪] *আত-তাবাকাত* : ৮/১৭০; *আত-তাবয়িন ফি আনসাবিল কারশিইয়িন* : ২১৮।

[৪৫] *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪০; *নাসাবু কুরাইশ* : ১২৭।

[৪৬] *তাহজিবুত তাহজিব* : ১১/৩১৬-৩১৭।

[৪৭] *তারিখু আবি জুরআহ* : ১/১৯১; *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৩৯।

[৪৮] *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪৩; *মাআসিরুল আনাফাহ* : ১/১১৫-১১৮।

নেয়। তাঁর পোশাক-আশাক ও জীবনযাপনে বেদুইনরীতির অকৃত্রিমতার ছাপ স্পষ্ট ছিল। পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি মামাদের কাছ থেকে শামে যান, তখন তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল না, হাতে শোভা পাচ্ছিল না তলোয়ার। এ দেখে লোকজন বলাবলি করতে লাগল, 'আরে, এ তো দেখি একজন বেদুইন—মুসলিম উম্মাহর শাসক হয়ে গেল!'[৪৯]

পিতা মুআবিয়া রা. তাঁর শিক্ষাদীক্ষার প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন। দুগফাল ইবনু হানজালা শায়বানির হাতে দিয়েছিলেন ছেলের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব।[৫০] মুআবিয়া ছেলে ইয়াজিদকে তাঁর বিভিন্ন মজলিসে সঙ্গে রাখতেন, যেন তিনি পিতার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি শিখতে পারেন।[৫১] ইয়াজিদ উবায়েদ ইবনু শাররিয়া জাহরামি থেকেও উপকৃত হয়েছিলেন, যাঁকে মুআবিয়া ইয়ামেনের সানআ থেকে ডেকে আনেন। জাহিলি আরবের ইতিহাস ও যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। এ ছাড়া তাঁর কাছে আরবের প্রবাদ-প্রবচন, পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহর চিঠিপত্র ও বীরত্বগাথার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ ছিল।[৫২] এই অনুসন্ধিৎসু ও ধীমান জ্ঞানসাধক দ্বারা ইয়াজিদ অনেক প্রভাবিত ছিলেন। ৭০ হিজরিতে উবায়েদ ইবনু শাররিয়ার মৃত্যু হয়।[৫৩]

ইয়াজিদ কুলজ্ঞ লোকের মতো অনায়াসে মানুষের বংশধারা বলতে পারতেন।[৫৪] হাফিজ জাহাবি রাহ. আবদুস সামাদ ইবনু আলি হাশিমির জীবনীতে লেখেন, তিনি কুলজিশাস্ত্রে ইয়াজিদের সমকক্ষ ছিলেন।[৫৫]

ইয়াজিদের এমন অসংখ্য গুণ ছিল, যা অনেকের ছিল না। আর তাঁর পিতা ছিলেন একজন মহান সাহাবি ও কাতিবে ওহি। তিনি পিতা থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে :

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।[৫৬]

আবু জুরআ দিমাশকি সাহাবিদের পরে তাবিয়িদের প্রাথমিক স্তরে তাঁকে গণ্য করে বলেন, তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা অনেক।[৫৭]

---

[৪৯] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৪/৩৬-৩৭।
[৫০] *আল-মুজামুল কাবির* : ৪/২২৬; *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪৩।
[৫১] *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪৩।
[৫২] *আল-হায়াতুল ইলমিয়া ফিশ শাম ফিল কারনিল আওয়াল ওয়াস সানি* : ১৯৭; *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪৫।
[৫৩] *ইরশাদুল আরিব* : ১২/৭০-৭২; *মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪৪।
[৫৪] *আনসাবুল আশরাফ* : ৪/২৯৫-২৯৮।
[৫৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৯/১৩০।
[৫৬] *সাহিহ বুখারি* : ৭১; *সাহিহ মুসলিম* : ১০৩৭।
[৫৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/৬৩৮।

মুআবিয়া রা. বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যেসব বৈঠক করতেন, সেখানে ইয়াজিদকে উপস্থিত রেখে তাদের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করানোর চেষ্টা করতেন। ইবনুল মুবারাক রাহ. বর্ণনা করেন, কোনো এক প্রতিনিধিদলের উদ্দেশে মুআবিয়া রা. বলেন, 'কোন কোন বিষয়কে তোমরা পৌরুষ ও মানবিকতা মনে করো?' উত্তরে তারা বলে, 'চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ও স্বচ্ছ জীবনপদ্ধতি।' তখন মুআবিয়া ছেলের উদ্দেশে বলেন, 'শুনে নাও, ইয়াজিদ।'[৫৮]

শামে নিজের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হওয়ার পর থেকে মুআবিয়া রা. সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেন। গরমের দিনে সকালবেলা তাঁকে নিজের কাছে রেখে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন।[৫৯] ছেলের শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, যাতে বুঝতে পারেন সন্তানের পড়ালেখার কতটুকু উন্নতি হয়েছে এবং সামনে এগিয়ে যেতে কী কী ব্যবস্থা নিতে হবে। মাঝেমধ্যে ছেলেকেও জিজ্ঞেস করতেন শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর দিনকাল কেমন যাচ্ছে।

এক বর্ণনায় এসেছে, একদিন ছেলেকে বলেন, 'ইয়াজিদ, তোমার শিক্ষক কি তোমাকে মারধর করেন?' ইয়াজিদ উত্তর দিলেন, 'না, আমিরুল মুমিনিন।' মুআবিয়া বললেন, 'কেন?' ইয়াজিদ বললেন, 'কারণ, তিনি আমিরুল মুমিনিনের ইনসাফভিত্তিক নির্দেশনা অনুসরণ করেন।'[৬০]

পিতা-পুত্রের মধ্যে মাঝেমধ্যে জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিতর্ক হতো। ছেলের বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছেলের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। এ থেকে বোঝা যায়, সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে মুআবিয়া কতটা যত্নশীল ছিলেন। ইবনু জাফর সিকলির বর্ণনায় পিতা-পুত্রের মধুর একটি বিতর্কের বিবরণ এসেছে—মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান তাঁর সাত বছর বয়সি ছেলে ইয়াজিদকে বলেন, 'বেটা, তোমার সবক কোন সুরায়?' ইয়াজিদ উত্তর দেন, 'সেই সুরায়, যা আরেকটি সুরার পাশে।' মুআবিয়া রা. বললেন, 'বেটা, একটি সুরার পাশে তো দুটি সুরা থাকে, তন্মধ্যে কোনটিতে তোমার সবক?' ইয়াজিদ বললেন, 'যে সুরার শুরুতে এই আয়াত আছে—

﴿وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَ اَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾

যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ

[৫৮] *তারিখু দিমাশক, মাওয়াকিফুল মুআরাজা* : ৪৫।

[৫৯] *তারিখুদ দাওলাতিল আরবিয়া* : ৪৫।

[৬০] *আনবাউ নুজাবায়িল আবনা* : ৬৯; *ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া হায়াতুহু ওয়া আসরুহু* : ১২।

> হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে আর ওটাই তাদের প্রতিপালক থেকে পাঠানো সত্য, তিনি তাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন। [সুরা মুহাম্মাদ : ২]

ছেলের বুদ্ধিমত্তা দেখে মুআবিয়া হুজাফা ইবনু গানিম আদাবির কবিতা দিয়ে উদাহরণ টানেন, যেখানে কবি বলেন,

> *তারা বাদশাহ, বাদশাহর বংশধর, কওমের সরদার। তাদের ঔরসে জন্ম নেয় ক্ষিপ্র বাজপাখি।*
>
> *তাদের সদ্য শৈশব কাটিয়ে ওঠা তরুণের মধ্যে দেখবে পিতার রক্তের গতিবেগ।*
>
> *তাদের সমবয়সিরা যখন প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে, তখন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় অভাবনীয় ক্ষমাগুণ।*
>
> *তারুণ্যেই তারা পরিপক্ক হয়ে ওঠে। নেয় না বোকামিসুলভ কোনো সিদ্ধান্ত।*[৬১]

মুআবিয়া রা. ছেলেকে সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতেন। সামান্য পথচ্যুত হলেই সতর্ক করতেন। একদিন তিনি দেখেন, ইয়াজিদ এক দাসকে প্রহার করছেন। তখন তিনি বলেন, 'অকল্যাণ হোক তোমার, তুমি এমন একজনকে প্রহার করছ, যার তোমাকে প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই! আল্লাহর শপথ, নিম্নশ্রেণির মানুষদের ওপর আমি শক্তি প্রদর্শন করি না। নিশ্চয় ওই ব্যক্তিই মহান, যে নিজের ক্ষমতাধীনকে ক্ষমা করে।'[৬২]

সহিহ হাদিসে বর্ণিত আছে; একদিন আবু মাসউদ রা. তাঁর এক গোলামকে পেটাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসুল ﷺ বলেন,

> জেনে রেখো আবু মাসউদ, তুমি এর ওপর যতটুকু শক্তি রাখো, আল্লাহ তোমার ওপর তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখেন।[৬৩]

একদিনের ঘটনা : মুআবিয়া রা. ইয়াজিদের ওপর খুব রাগান্বিত হয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। তখন আহনাফ ইবনু কায়েস বলেন, আমিরুল মুমিনিন, ছেলেরা হলো আমাদের হৃদয়ের ফসল ও শক্তির উপাদান। আমাদেরকে তাদের পায়ের তলায় মাটি এবং মাথার ওপর ছায়াময় মেঘ হয়ে আগলে রাখতে হবে। তারা অভিমান করলে তা ভাঙাতে হবে এবং কিছু চাইলে দিতে হবে। তাদের ওপর কঠোর হওয়া যাবে না। এতে আপনার জীবন তাদের কাছে বিরক্তিকর মনে হবে এবং আপনার মৃত্যু কামনা শুরু করবে।

এ কথা শুনে মুআবিয়া বলেন, 'কী চমৎকার কথাই-না বললেন হে আবু বাহার!' তারপর

---

[৬১] *আনবাউ নুজাবায়িল আবনা* : ১৩।

[৬২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/৬৪০।

[৬৩] *সাহিহ মুসলিম* : ১৬৫৯।

গোলামকে নির্দেশ দেন, 'ইয়াজিদের কাছে গিয়ে আমার সালাম দিয়ে বলো, 'আমিরুল মুমিনিন তোমাকে ১ লাখ দিরহাম এবং ১০০টি পোশাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

বুদ্ধিমান ইয়াজিদ বুঝতে পারেন, পিতার রাগ প্রশমনের পেছনে নিশ্চয় কোনো প্রজ্ঞাবানের হাত আছে। তাই তিনি জানতে চান, আমিরুল মুমিনিনের কাছে কে আছে? গোলাম জানায় আহনাফ ইবনু কায়েস। তখন ইয়াজিদ বলেন, 'আমি অবশ্যই আমার প্রাপ্ত ১ লাখ থেকে একটি অংশ তাঁকে দেবো।' এ বলে তিনি আহনাফের কাছে ৫ হাজার দিরহাম ও ৫০টি কাপড় পাঠিয়ে দেন।[৬৪]

ইয়াজিদ ছিলেন উপস্থিতবুদ্ধির অধিকারী। আতবি বলেন, একবার জিয়াদ মুআবিয়ার কাছে প্রচুর ধনসম্পদ ও মণিমাণিক্য-ভরা ঝুড়ি নিয়ে এলেন। এতে মুআবিয়া খুব খুশি হন। তারপর জিয়াদ মিম্বারে উঠে গর্বভরে তাঁর সফলতার কথা বলতে শুরু করেন। মুআবিয়ার জন্য ইরাকের বিভিন্ন রাজ্যের পথ সুগমের ফিরিস্তিও শোনাতে থাকেন। তখন ইয়াজিদ দাঁড়িয়ে বলেন, তোমার সাফল্যের মূল কৃতিত্ব আমাদের। আমরাই তোমাকে সাকিফের তত্ত্বাবধান থেকে কুরাইশের তত্ত্বাবধানে এনেছি। কলম থেকে তুলে এনে মিম্বারে আরোহণ করিয়েছি। জিয়াদ ইবনু উবায়েদের বংশ থেকে হারব ইবনু উমাইয়ার বংশে এনেছি!

ইয়াজিদের এমন কথায় মুআবিয়া রা. কিছুটা বিব্রত হয়ে বলেন, বসে পড়ো, আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক!

মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে শিক্ষা দিতেন সমাজের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয় এবং কীভাবে সামাজিক রীতিনীতি পালন করতে হয়। তাই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. যখন মুআবিয়ার কাছে একটি প্রতিনিধিদলের প্রধান হয়ে আসেন, তখন তিনি ইয়াজিদকে তাঁর কাছে গিয়ে হাসান ইবনু আলির ব্যাপারে সমবেদনা প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন। পিতার নির্দেশ পেয়ে ইয়াজিদ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে তাঁর সামনে বসেন। তারপর ইবনু আব্বাস রা. মজলিস সমাপ্ত করতে চাইলে ইয়াজিদ বাধা দিয়ে বলেন, 'আমি এখানে সংবর্ধনা জানাতে নয়, সমবেদনা জ্ঞাপন করতে এসেছি।' এরপর হাসান রা.-এর ব্যাপারে বলেন, আল্লাহ তাআলা আবু মুহাম্মাদের ওপর রহমতের অবারিত বারিধারা বর্ষণ করুন। আপনাকে শোক কাটিয়ে ওঠার তাওফিক দান করুন এবং এই মুসিবতের চেয়ে শতগুণ উত্তম বিনিময় ও সাওয়াব দান করুন।

সমবেদনা জ্ঞাপনের পর ইয়াজিদ চলে এলে তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইবনু আব্বাস

[৬৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১১/৬৪১।